যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2013
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

মডেল স্কুল প্রকল্পে লুটপাট

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের দিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎমুখী কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের বেলায় সেসব প্রকল্প ও কর্মসূচি অর্থ লোপাটের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এমনই ঘটেছে '৩০৬ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' প্রকল্পের ভাগ্যে। সরকারি হাইস্কুল নেই দেশের এমন ৩০৬টি উপজেলায় সরকারি আর্থিক সহায়তায় একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের। মডেল স্কুল প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ ছাড়াও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ শিক্ষার সহায়ক নানা সামগ্রী সরবরাহের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদারদের কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ পেয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা তাদের সরবরাহ কাজের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তারা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র টেলিস্কোপের পরিবর্তে খেলনা বাইনোকুলার সরবরাহ করেছে। সেটাও খুবই নিম্নমানের। এমন ঠিকাদারির ঘটনা সত্যিই অভিনব।

একই ঘটনা ঘটেছে এ মডেল স্কুলগুলোয় সরবরাহ করা অন্য যন্ত্রসামগ্রীর ক্ষেত্রেও। প্রতিটি মডেল স্কুলে ১০টি করে কম্পিউটার, কম্পিউটারের প্রিন্টার ও টোনার, ফটোস্ট্যাট মেশিন ও তার টোনার, স্কুলের লাইব্রেরির জন্য বই ও আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিয়ম করা হয়েছে। কম্পিউটার ১০টির স্থলে অনেক স্কুলেই ৯ বা ৮টি সরবরাহ করা হয়েছে। সেগুলোও হার্ডডিস্ক, র‌্যামের নয়-ছয়ের কারণে কার্যোপযোগী নয়। অফ-অন এবং কম্পোজের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে আসবে না সেগুলো। অতি অল্প সময়েই অফ-অন করতে করতেই সেগুলোর বেশিরভাগই হয়ে উঠবে প্রদর্শনীর বস্তু। ৩০৬টি মডেল স্কুলের কাজ নিয়ে শুরুতেই বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য পেয়েছে দুদক। দুদকের অনুসন্ধান টিম তদন্ত চালাতে গিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলীসহ অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাদের আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পেয়েছে। প্রকল্পটিতে নির্লজ্জ ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণ খতিয়ে দেখতে দুদক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও এ প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারদের তালিকা প্রস্তুত করছে।

দেশের ৩০৬ উপজেলার ৩০৬টি মডেল স্কুল যেখানে হতে পারত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা খোলাজানালা, পৃথিবীর সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হয়ে যেত ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে, সেখানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় চলবে অকেজো যন্ত্রসামগ্রীর প্রদর্শনী। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও অসাধু ঠিকাদাররা পরস্পর যোগসাজশে মডেল স্কুল প্রকল্পটিকে পরিণত করেছে সরকারি অর্থ লুটপাটের মডেলে। এ ধরনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের দিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎমুখী কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পগুলো সৎ, যোগ্য, নির্লোভ, সর্বোপরি দেশপ্রেমিক ও উদ্যমী মানুষদের দিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। নয়তো মডেল স্কুলের স্বপ্ন ভবিষ্যতে দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। অচল-অকেজো মালামালসহ খেলনাসামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে একটি মহৎ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৪৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণই যথেষ্ট নয়। এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।